Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 124-131
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শঙ্করাচার্যের ভাবনায় অদ্বৈতচেতনা ও আধুনিক সমাজ

অর্পিতা রায় চৌধুরী
এম এ (ছাত্র), রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Vedanta or Uttara Mimamsa is one of the six schools of Hindu philosophy. Vedanta is the ending part of Vedas. The Brahma sutras is a Sanskrit text, attributed to Badarayana , estimated to have been completed in its surviving form sometime between 450 BCE and 200 CE. The text systematizes and summarizes the philosophical and spiritual ideas in the Upanishads. Many philosophers explain the The Brahma sutras. Adi Shankaracharya was an early 8th century Indian philosopher and theologian who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. He established the importance of monastic life as sanctioned in the Upanishads and Brahma sutra. He is reputed to have founded four mathas , which helped in the historical development, revival and spread of Advaita Vedanta of which he is known as the greatest revivalist. I want to say that, Advaita Vedanta wiil remove all barriers of life,melt all differences and wii unite all. I also say that, Advaita Vedanta wiil remove petty-mindedness, crookedness, jealousy, selfishness, greed, hatred, suspicion and cruelty.

Keywords: Vedanta, Badarayana, Advaita, selfishness, jealous.

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি।" [1]

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় টিকে থাকার প্রশ্নে মানুষ আজ দিশেহারা, ভোগবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তাঁর মানসিকতা, একদিকে বেঁচে থাকার তীব্র প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে জাগতিক বস্তুতে তীব্র বাসনা, এরই মাঝে সত্য-শিব-সুন্দরের পথে জীবনকে অতিবাহিত করাই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে পোঁছানোর রসদ খুঁজে পাওয়া যায় জীবনমার্গেই। তেমনি জীবনের রুক্ষপথে অনেক রুক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় জীবনের মূল্য হারিয়ে যায়। দুর থেকে মহাসাগরের মতো মৃত্যু হাতছানি দেয়-

"ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি

[1] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্- ১/৩/২৮

[1] গীতাঞ্জলি, ১১৬ সংখ্যক কবিতা

কও আমারে কথা।"[2]

শিশুমন থেকে বৃদ্ধের মানসিকতা আজ উগ্র, যান্ত্রিক সভ্যতার অযাচিত কলঙ্ক মানুষের উগ্র মানসিকতাকে প্রতিযোগিতার সাঁড়িতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সে আজ অনুত্তীর্ণ, আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষ আজ দিশেহারা, শত শত **সাম্রাজ্যের** ভগ্নশেষ পরে যাঁরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তারা আজ রণদুন্দুভির করাল গ্রাসে আবদ্ধ, বেদনার যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে আধুনিক দু**ষ্যন্ত**-শকুন্তলার অনেক অনুভূতি। ''অন্ন চাই প্রাণ চাই"- এই আকুতির সঙ্গে শান্তি চাই জীবন চাই, এই আকুতি আজ হাহাকার করছে। 'পথের পাঁচালী'র অপু যে সম্পর্কের বাঁধনে আশ্রয় পেয়েছিল দিদির বৃষ্টিভেজা আঁচলের আড়ালে, সেই সম্পর্কের জন্য মানুষ আজ হা-পিত্যেস করে। অর্থের বিনিময়ে লালিত হয় সম্পর্কের মিথ্যে বাঁধন, এই সমাজের মানুষ আজ সত্যই বুঝতে পারে না তারা জীবিত না মৃত। সেই সমাজের মানুষকে আজ লড়াই করতে হয় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এই কলঙ্কিত উগ্র অধৈর্য্য মানসিকতার ক্যানসারে সমাজ আজ স্তব্ধ, জীবন আজ গতিহীন। তাই জীবনকে সদা কল্পনার সাগরে না ভাসিয়ে বাস্তব তটভূমিতে স্থান দিলে, হয়তো বা ঝড় ওঠা মাঝসমুদ্র থেকে জীবনতরী ফিরিয়ে আনা সম্ভব। হয়তো বা জীবনলক্ষ্যে পৌঁছানোর হারিয়ে যাওয়া সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যে সূত্র একদিন ঋষি অনুভূতিতে ধরা পড়েছিল, সেই সূত্রে বাঁধা পরেই জীব পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিল।

সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসনায় মানুষ দীর্ঘ পথের যাত্রী, যে পথের মাঝখানে আছে বহু মত-পথের দ্বন্দ্ব, আছে সমাজের বিচিত্র টানাপোড়েন, এরই মাঝে ভোগ-সুখের দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভোগের অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়ে পরম শ্রেয়োপ্রাপ্তির পথ দেখায় বৈদিক অনুভূতি। ঋষি অনুভূতির সেই স্রোত কিভাবে নির্ঝরের স্বপ্নভগ্নের ন্যায় "বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে"[3] নিমজ্জিত করেছিল? তা আমরা জানি না, বা আমরা জানি না, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক পিপাসা কিভাবে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছিল? তবে এতো অজানার মাঝেও সত্য উপনিষদ্ ঋষির সেই অনুভূতি, যার দ্বারা আপন আলোয় আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় আপনসত্তা। শঙ্করের অদ্বৈত সাধনা কিভাবে আজকের মানুষের জীবনরশদ খুঁজে দিতে পাড়ে তাই বর্তমান পত্রের উপজীব্য।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তিমলগ্নে বিকশিত উপনিষদ্ই বেদান্ত, বেদান্তের তত্ত্বের উপর ভর করে যুগে যুগে উপনিষদের বহু ব্যাখ্যা হয়েছে। মহর্ষি বাদরায়নকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' সেই উপনিষদ্ ব্যাখ্যারই প্রতিফলিত রূপ, উপনিষদের যে তত্ত্ব বিকাশলাভ করেছে, ব্রহ্মসূত্র তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্তসূত্র' সূত্রাকারে লিখিত তাই তার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য না হওয়ায় তার উপর বিবিধ ভাষ্য রচিত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রসিদ্ধ ছয়জন ভাষ্যকার হলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক, বলদেব, ও বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যাই অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপনিষদের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের কিছু পার্থক্য থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় উপনিষদে অদ্বৈতবাদের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল শঙ্করাচার্য তাকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা, তাই উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনার পূর্বে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। "অদ্বৈত বা ভেদবিকল্পরহিত। অন্যত্রও শঙ্কর বলিয়াছেন যে, 'দ্বৈত' অর্থ নানাত্ব,

---

[3] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃষ্ঠা ৩৮৬

ভেদরূপ। সুতরাং 'অদ্বৈত' হল 'নানাত্বরহিত'.... দ্বৈতং নানাত্বং, দ্বৈতং ভেদরূপম্"[4] ন দ্বৈত অদ্বৈত, দ্বৈত-অদ্বৈতের ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিককারের অভিমত-

"দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে
তন্নিষেধেন চাদ্বৈতং প্রত্যগ্বস্তুভিধীয়তে।"[5]

অর্থাৎ দুই ভাগ যুক্ত হল দ্বিত, এবং দ্বিতের ভাব দ্বৈত, যা দ্বৈতভাব বিশিষ্ট নয় বা অন্যভাবে বলা যায় দ্বৈতভাবের নিষেধদ্বারা যা অবশিষ্ট তাই হল অদ্বৈত।

'তনুবিস্তারে' এই অর্থে 'তন্' ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত হয়ে 'তৎ' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 'তৎ' শব্দের উত্তর ভাববোধক 'ত্ব' বিভক্তিযোগে তত্ত্ব শব্দ নিষ্পন্ন। তৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, তৎ এর ভাব তত্ত্ব, ভাব হল সংকল্প অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের ভাব বা সংকল্পই হল তত্ত্ব পদের অর্থ। পরম ব্রহ্মই তত্ত্বরূপে আলোচিত। তাই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরম গুহ্যতত্ত্বরূপে উপনিষদ্ পদটি পঠিত হয়েছে-

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।"[6]

অদ্বৈততত্ত্বের প্রচারই হল অদ্বৈতবাদ, যে মতবাদ শ্রুতির সমর্থনকারী এবং যে মতবাদে একমাত্র নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোনো পদার্থের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় না সেই মতবাদই হল অদ্বৈতবাদ। এই মতবাদকে কেবলাদ্বৈতবাদও বলা হয়। আধুনিক দার্শনিক জগতে বহুবিধ অদ্বৈতবাদের আলোচনা পাওয়া যায়। "জৈনাচার্য বিদ্যানন্দ তাঁর 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক' ও 'অষ্টসাহস্রী' গ্রন্থে চিত্রাদ্বৈত, সংবেদনাদ্বৈত, বিজ্ঞানাদ্বৈত, শূন্যাদ্বৈত, ক্ষণিকাদ্বৈত, ব্রহ্মাদ্বৈত, সত্তাদ্বৈত, শব্দাদ্বৈত, ইত্যাদিবাদের উল্লেখ করেছেন। তবে আচার্য গৌড়পাদের শিষ্য শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদই অধিক প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ মূল তিনটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ১) ব্রহ্ম হল বিশুদ্ধভাবে একক সত্তা যার কোনো বিভাগ নাই, ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও দেশ কাল দিকের ভেদরহিত, এবং তিনি সদা মুক্ত, নিত্য বুদ্ধ। তাই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তার অভিমত "ব্রহ্মনিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।"[7] তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদরহিত, সর্বতোভাবে তিনি একক সত্তা। ২) বিশ্ব বা জগত ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, ভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় অজ্ঞান বা মায়ার জন্য। বিশ্ব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কার্যকারণ তত্ত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম একই সঙ্গে বিশেষ উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। জগতের সবকিছুর মধ্যে থেকে তিনি তার উপাদান কারণ আবার স্রষ্টারূপে তিনি জগতের নিমিত্তকারণ- "নিমিত্তত্ব তু অধিষ্ঠানান্তরাভাবাধি গন্তব্যম্"[8] ব্রহ্মের উপর এইভাবে উভয় কারণত্ব আরোপ করলে বোঝা যায় তিনি বোধহয় কারণ হিসাবেও এক কার্য হিসাবেও এক। কারণ জগতে আমরা যে বহুর সমাবেশ দেখি তা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এইরূপ আপত্তি শঙ্করাচার্য স্বীকার করেন না, তাই তিনি মায়াবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে কার্য কারণের কোনো ভিন্নতা নাই, ব্রহ্মকে কার্যরূপে যে বহুরূপে দেখি তা আসলে মায়ার খেলা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

---

[4] দ্রষ্টব্য : বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ, পৃষ্ঠা , ৫৬

[5] দ্রষ্টব্য : চিদ্‌ঘনানন্দপুরী সম্পাদিত বেদান্তদর্শনম্, পৃষ্ঠা ২৭।

[6] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ -৬/২২।

[7] অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ১/১/১, শাঙ্করভাষ্য,

[8] শারীরকভাষ্য, ১/৪/৩।

"ব্রহ্মকে আমরা যখন বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ করি, তখন তার ওপর একটি দ্বৈতভাব আরোপিত হয়। একদিকে জ্ঞাতা অন্যদিকে জ্ঞেয়; তাদের সম্পর্কেই জানা। একদিকে ভোক্তা অন্যদিকে ভোগ্য; তাদের সম্পর্কেই ভোগ। এই দ্বৈতভাব আসে বলেই যিনি বিশুদ্ধভাবে এক, তিনি বহুরূপে প্রকট হন। সেটা তার প্রকৃত রূপ নয়। ব্রহ্ম ও বিশ্ব অভিন্ন; তবে বিশ্বকে যে বহুরূপে বিখণ্ডিত দেখি, তার কারণ ভুল করে তাঁর উপর দ্বৈতভাব আরোপিত হয়। সেটা তাঁর বিকৃত রূপ। তা প্রপঞ্চ বা মায়ার খেলা।"[9] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় শারীরকভাষ্যে।

"ভোক্তৃ-ভোগ্যলক্ষণং বিভাগং "স্যাৎ লোকবৎ" ইতি পরিহারঃ অভিহিতঃ। ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি, যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বম্ অবগম্যতে। কার্য্যম্ আকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে"[10]

অর্থাৎ ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত ব্যবহারিক বিভাগ প্রকৃত বলে গৃহীত হতে পারে কিন্তু এই বিভাগের পরমার্থত কোনও অস্তিত্ব নাই; কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে কোন ও পার্থক্য নাই। কার্য হল আকাশ-আদি বহু প্রপঞ্চ জগৎ, কারণ হলেন পরমব্রহ্ম; সেই কারণ হতে কার্যের পার্থক্য নাই।

সুতরাং শঙ্করমতে জগত ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মই, যাকে তিনি বলেছেন বিবর্ত। শঙ্করের তৃতীয় তত্ত্ব হল ব্রহ্মের প্রকৃতি জ্ঞাতৃরূপী, বা জ্ঞাতৃস্বরূপ, নিত্য চিন্ময়- "নিত্যচৈতন্যোঽয়মাত্মা।"[11] সূর্যের কিরণের ন্যায় তার জ্ঞানশক্তি সদা অক্ষুন্ন থাকে। আবার "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব হলেও তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর মতে ব্রহ্ম সদা ইন্দ্রিয়গোচর ব্রহ্মও সত্য। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের যে পরিচয় আমরা পাই, তা সত্য নয়। বহু রূপে বিশ্বকে দেখাই হল ভ্রান্ত। সুতরাং শঙ্করের মতে বিশ্ব স্বপ্নের ন্যায় অলীক নয়। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্ত দর্শন ঘটে বলেই বিশ্বকে মিথ্যা বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ও বিশ্ব একই- এই হল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের মূল সোপান।

জন্মের পর আমরা যে বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত, তা বৈচিত্র্যে ভরা, যে বৈচিত্র্যের সাক্ষী হিসাবে আমরা দেখি মাথার উপর নীলাকাশ, মেঘের আড়ালে সাতরঙা রামধেনুর খেলা, বা দেখি রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবীর বুকে বিচিত্র আঘ্রাণ, আবার রাতের আকাশের দিকে তাকালে বিচিত্র গ্রহাণুপুঞ্জের প্রতিচ্ছবি। এই সবই দ্বৈতভাবের প্রকাশ। উপনিষদ্ ঋষিরা সচেতনভাবেই এই দ্বৈতভাবের ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁদের অনুভূতির পরতে পরতে। কঠোপনিষদ্ ঋষির মতে বিশ্ব যেন এক বিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্র। সেখানে বিচরণের জন্যই বা বিশ্বের রূপদর্শনের জন্যই মানুষের মন যেন এক রথে চড়ে বসে আছে। আর ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্বের ন্যায় দেহরূপ রথকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিশ্বদর্শন করাচ্ছে।

"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।"[12]

সুতরাং একদিকে বিষয় বা ভোগ্যবস্তু অন্যদিকে ভোক্তা। এইরূপ দ্বৈতভাবের দ্বারাই বিশ্বের জ্ঞান হয়। এই দ্বৈতভাব উপলব্ধির তারতম্য লক্ষণীয়। তার তিনটি অবস্থা বিদ্যমান। প্রথমটি জাগ্রত অবস্থা, যেখানে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটে এবং পরস্পরের সংঘাতের ফলে রূপ রস গন্ধে ভরা বিশ্বের উপলব্ধি হয়।

---

[9] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় , উপনিষদের বাণী, পৃ. ৪৮।

[10] শারীরকভাষ্য, ২/১/১৪।

[11] শারীরকভাষ্য, ২/৩/৯

[12] কঠোপনিষদ্ ১/৩/৪।

দ্বিতীয়টি হল স্বপ্নাবস্থা, যেখানে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হলেও মনের অভ্যন্তরে বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকে। সুতরাং এখানেও দ্বৈতভাব প্রকট হয়। উপনিষদানুসারে তৃতীয় অবস্থা হল সুষুপ্তি অবস্থা। এটি স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাবস্থা। যেখানে বহির্বিশ্বের সঙ্গে মনের কল্পিত বিষয়ের যোগ থাকে না। দ্বৈতভাব এখানে প্রকট নয়, প্রচ্ছন্ন। তবে এই তিনটি ভাবের উর্দ্ধে রয়েছে এক স্থিত প্রজ্ঞাবস্থা যাকে উপনিষদে দ্বৈতভাব মুক্ত অবস্থা বলা হয়েছে আবার অদ্বৈত অবস্থাও বলা হয়েছে। এই অবস্থায় জীব দ্বৈতভাব বিহীন আত্মা বা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় জ্ঞাতৃরূপ বা জ্ঞেয়রূপ কিছুই নয়-

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ ---শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" [13]

সুতরাং স্থিতিপ্রজ্ঞ এই চতুর্থ অবস্থাকেই উপনিষদ্ শান্ত-শিব-অদ্বৈতাবস্থা বা অদ্বৈতাবস্থা বলেছেন। সুতরাং বিচারাত্মক দৃষ্টিতে বলা যায়, ঋষির দ্বৈতভাবের অন্তরালে এক অদ্বৈতাবস্থা বিদ্যমান। তবে শঙ্করাচার্য যেমন বলেছেন দ্বৈতভাব বলে কিছু নেই, বিশ্বকে ও ব্রহ্মকে দ্বৈতরূপে দেখার কারণ হল মায়া। শঙ্করের এই মতের সমর্থন উপনিষদেও পাওয়া যায়।

উপনিষদ্ অনুসারে বিশ্ব হল সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টা হলেন ব্রহ্ম। বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বশক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবেই ক্রিয়াশীল- "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।"[14] অর্থাৎ ব্রহ্মই সবকিছুই ব্যাপ্ত করে আছেন, বলা যায় বিশ্বের মধ্যেই ব্রহ্মের শক্তি ছড়িয়ে আছে। সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম থেকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।"[15]

উপনিষদ্ অনুসারে আমরা যাকে জড় বলে আখ্যা দিই তা আসলে ব্রহ্ম। যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভুতই ব্রহ্ম, আবার প্রজাপতি ইন্দ্র, সকল দেবতা, পঞ্চ মহাভূত, পৃথিবী, আকাশ, জলও নক্ষত্ররাজি সবই ব্রহ্ম, উপনিষদ্ বাণীতে তার সমর্থন মেলে-

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি
চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীতি....।"[16]

ব্রহ্মের এই প্রকৃতি সম্পর্কে শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সমর্থন এখানে মেলে না। আবার শঙ্কর যাকে মায়া বলেছেন তার পরোক্ষ সমর্থন মেলে বৃহদারণ্যক ঋষির বাণীতে-

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।"[17]

অর্থাৎ ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বিরাট আকার ধারণ করেন। অদ্বৈতবাদ অনুসারে ইন্দ্রই উক্ত স্থলে ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মই মায়ার সাহায্যে বহু ইন্দ্রিয় যুক্ত জীবরূপে প্রতিভাত হন। উপনিষদের অন্যত্র পাওয়া যায় ব্রহ্মের এই দ্বৈতভাবের কারণ মায়া নয়, ভ্রম নয় আনন্দ। উপনিষদ্ অনুসারে সেই বিশ্বসত্তা বা ব্রহ্ম শিল্পরসিক। শৈল্পিক রস

---

[13] মাণ্ডূকোপনিষদ্ -৭

[14] ঈশোপনিষদ্ – ১।

[15] ছান্দোগ্যপনিষদ্ -৩/১৪/১।

[16] ঐতরেয় উপনিষদ্ ৩/১/৩

[17] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ -২/৫/১৯।

গ্রহণ করেই তিনি আনন্দিতব হন, রসোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন দুই ভিন্নমুখী সত্তা। সেই ভিন্নমুখী সত্তার সন্ধানেই তথা রসোপলব্ধির খাতিরেই এবং আনন্দোপলব্ধির জন্যই তিনি বহুরূপে প্রকট হন-

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"[18]

সুতরাং ব্রহ্মের দুটি রূপ মূর্ত ও অমূর্ত রূপ, তার সৃষ্টি পূর্ব রূপটি হল অমূর্ত রূপ, আর সৃষ্টিরূপটি হল মূর্তরূপ।[19] এই অমূর্তরূপকেই উপনিষদের অন্যত্র অদ্বৈত রূপ বলা হয়েছে। এই অমুর্ত রূপের প্রকৃতি সম্পর্কে কোথাও বলা হয়েছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্'[20] আবার কোথাও বলা হয়েছে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ"[21] এই সব যুক্তিগুলিতে প্রতিপন্ন হয় যে মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন হয়তো আছে, কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্ গুলিতে প্রত্যক্ষ কোনো সমর্থন নেই বলেই মনে হয়। ব্রহ্মবাদই উপনিষদের মূল তত্ত্ব, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে ব্রহ্মই সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান কারণ, আবার তিনি নিমিত্ত কারণ, মাকড়সা যেমন নিজের লালা দ্বারা জাল বুনে নিজেই তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, তেমনি ব্রহ্মও জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। উপনিষদে তার সমর্থন মেলে-

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।"[22]

আলোচনান্তে এটাই বলা যায় যে, অদ্বৈততত্ত্বের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য দিয়েছেন উপনিষদে কোথাও তার প্রত্যক্ষ কোথাও বা পরোক্ষ সমর্থন মেলে, আবার কোথাও বিরুদ্ধ মতই চোখে পড়ে। তবে অদ্বৈততত্ত্বের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল উপনিষদ্ ঋষির অনুভবে, তা শঙ্করের অনুভূতিতে ফুলে ফলে মহীয়ান। তবে উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছ্ তা অদ্বৈততত্ত্বের অনেক উর্দ্ধে, যতোই আমরা বেদান্তের পাতায় ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা করি না কেন, বা তাকে ঈশ্বর রূপে কল্পনা করে যতই বিভিন্ন মতবাদের জন্ম হোক না কেন এই মতবাদ সকল মতের ঊর্ধ্বে। জন্ম-মৃত্যুর বাঁধন ভেঙে অহংকারকে জয় করে যে চরম আনন্দলোকে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে, তাই হল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই আনন্দেই জীবের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিংশন্তীতি।"[23] যে আনন্দে জীবে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ"[24] এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে দেবত্বে আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সবই সেই এক ও অদ্বৈততত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই। সুতরাং দেখা যায় উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব কোনো বাদের সমর্থন বা বিপক্ষ নয়, এক অফুরন্ত আনন্দলোকের ঠিকানা। যেখানে শুধু জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয় না, জীবই ব্রহ্ম হয়ে ওঠে।

---

[18] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ -১/৪/৩

[19] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্ত্যঞ্চ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ -২/৩/১

[20] ছাঃ উঃ -৬/২/১

[21] কঠোপনিষদ্ -১/৩/১৫

[22] মুঃ উঃ –১/১/৭

[23] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্- ৩/৬।

[24] ঈশোপনিষদ্ – ৭

আলোচনায় কলমের শেষ খোঁচা দেওয়ার আগে বলতে বাধা নেই যে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে জীবনের চরমতম অনুভূতির শিখরে দাঁড়িয়ে আচার্য শঙ্কর যে ভাবনা ভেবেছিলেন তার জন্য মানুষ আজ হাহাকার করছে, তিনি শিখিয়েছেন, জীবন অদ্বৈত ভাবনায় ভাবিত হলে জীবনের সব রহস্যের সমাধান মেলে। সব দ্বন্দ্ব মুচে গিয়ে জীবন আনন্দের শিখরে পৌঁছে যাবে-এই আশা রেখেই শেষ করলাম।

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থ

বাংলা সংস্করণ:

1. আনন্দলহরী, চৈতালী দত্ত অনুদিত ও সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল, ২০০২
2. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৪১৪
3. উপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ২০১০
4. কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১
5. গীতাঞ্জলি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯
6. গীতবিতান (অখণ্ড সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৮, পুনর্মুদ্রণ ১৪২১
7. ব্রহ্মসূত্র (তৃতীয়, শ্রীভাষ্য সহিত), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশকাল, ১৩২০
8. বেদান্তদর্শনম্, কালিবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ, ২০১০
9. শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬
10. সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

সহায়ক গ্রন্থাবলী

বাংলা সংস্করণ:

1. অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬
2. দত্ত, ভবতোষ, বাঙালী মানসে বেদান্ত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬
3. দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ (সম্পাদক),ভারতীয় ষড় দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল, ২০০১
4. দিব্যবন্ধু, উপলব্ধিতে বেদ ও উপনিষদ্, সিদ্ধাশ্রম গবেষণা কেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, ১৮২০
5. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, উপনিষদের পঠভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২

6. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩
7. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩
8. বসু, যোগীরাজ, উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা, বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল, ১৯৭৫
9. বিদ্যারণ্য স্বামী, বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২
10. বিদ্যারত্ন, কোকিলেশ্বর, অদ্বৈত-বাদ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০
11. মণ্ডল, প্রদ্যোতকুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ২০০৮
12. মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল, উপনিষদের অমৃত, শ্রীসারদা মঠ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩
13. শাস্ত্রী, আশুতোষ, বেদান্ত দর্শন-অদ্বৈত বাদ, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৮

সংস্কৃত সংস্করণ

মূলগ্রন্থঃ-

1. अद्वैतसिद्धिः, अनन्तकृष्णशास्त्रणा सम्पादितः, पाडुरङ्ग, जावजी इत्येतैः प्रकाशितः, प्रकाशकालः- 1937
2. वैष्णव-उपनिषदः, अ महादेव-शास्त्रिणा सम्पादिता, अत्त्यार पुस्तकालयाथै प्रकटीकृताश्च, प्रकाशकालः, 1950
3. शव्दकल्पद्रुमः (प्रथम-खण्डः), स्यार राजा राधाकान्त देवः (सम्पादकः),मोतीलाल, वेनारसी दास, दिल्ली, प्रकाशकालः, अनुल्लिखितः

<u>সহায়ক গ্রন্থ-</u>

1. औल्डेन वर्ग, प्राचीन भारतीय भाषा ओर धर्म, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1672
2. त्रिवेदी, राजेन्द्रकुमार, उपनिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति, परिमल पावलिकेशनस्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1693

পত্র-পত্রিকা:

১. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১১৬ তম সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
৩. দৈনিক স্টেটম্যান, (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা) কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
৪. সংস্কৃত বিভাগীয়া গবেষণা পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০১০